ইন্দ্রপুরীর
নিবেদন :
বঞ্চিতা
23-7-48

টেলিগ্রাম—'কোলধানি' টেলিফোন—বিঃ বিঃ ৩৮৯৬

ইক্ষপুরীর নবতম নিবেদন

ব ঞ্চি তা

গীতকার	প্রণব রায়	চিত্রশিল্পী	সুধীর বসু
সুরশিল্পী	সুবল দাসগুপ্ত	শব্দযন্ত্রী	সত্যেন ঘোষ
নৃত্যশিল্পী	রতন সেনগুপ্ত	রাসায়নিক	ধীরেন দাসগুপ্ত
শিল্পনির্দ্দেশ	বটু সেন	সম্পাদক	বিনয় ব্যানার্জি

ব্যবস্থাপক — সুধীর সরকার

রূপসজ্জা — সুধীর দত্ত

স্থির চিত্র — সত্য সান্যাল

প্রচার সচিব — অজিত সেন

সহকারী—

পরিচালনায় — পশুপতি ভাদুড়ী, সুকুমার মুখার্জি

চিত্রশিল্পে — গোপাল চক্রবর্ত্তী

শব্দযন্ত্রে — সিদ্ধিনাগ, পাঁচু দাস

সম্পাদনায় — রবীন দাস

রসায়ণে — শম্ভু সাহা, মাজু, চণ্ডীশীল, সুবেশ রায় সামান্য রায়

রূপসজ্জায় — নুরু, নারায়ণ, ফকির

ব্যবস্থাপনায় — বলাই বসাক

রূপায়ণে—জহর, ধীরাজ, নরেশ, শৈলেন, জীবেন, রেনুকা, সাবিত্রী, সুপ্রভা, রাজলক্ষ্মী, রমা.

সুলেখা, কেতকী, লীলা, তুলসী, সুশীল, পুলিন, বেচু. নৃপতি, রতন, ফণী বিদ্যাবিনোদ, বারীন, ক্ষেত্র, বৃন্দাবন, কুমার, হরিধুন, বিনয়, অনিল, মনোরমা।

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—

জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

একমাত্র পরিবেশক—

বম্বে পিক্‌চার্স ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ

৪, সিনাগগ্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঞ্চিতা

নৃত্যগোপাল বাবু চান তাঁর বড় মেয়ে সাবিত্রীর আবার বিয়ে দিতে ; কিন্তু তাঁর স্ত্রী শিবানীর তাতে ঘোর আপত্তি। ব্যাপার চরমে উঠলো যখন বরেন হাজির হলো সে বাড়ীতে আত্মীয়তার দাবী নিয়ে।

বরেন নৃত্যগোপালের ছোট ভাই নবগোপালের স্ত্রী মায়ার পিসতুতো ভাই। সুদর্শন, বাক্-পটু ও অর্থবান যুবকের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে নৃত্যগোপাল একেই সাবিত্রীর উপযুক্ত পাত্র মনোনীত করলেন। কিন্তু তাঁর বড়ছেলে ননীগোপাল বরেনের লম্বাচওড়া কথায় বিরক্ত হয়ে সাবিত্রীর জন্য শচীনকে মনোনীত করলো। বরেন ঈর্ষান্বিত হয়ে কোনো উপায়ে বিপ্লবী বলে শচীনকে ও ননীকে পুলিশে ধরিয়ে দিল।

এতেও যখন তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হলো না, বরেন নানা রকম মিথ্যা প্ররোচনায় নবগোপালের মন বিষাক্ত করে ভ্রাতৃ-বিরোধ ঘটিয়ে তুল্‌লো, যার ফলে নৃত্যগোপালকে পৈতৃক বাড়ী ছেড়ে ভাড়াটে বাড়ীতে উঠে যেতে হলো।

ভাড়াটে বাড়ীতে এসে নৃত্যগোপালের ছোট মেয়ে বুলার হলো ভীষণ জ্বর। বাড়ীতে তখন আর কেউ না থাকায় বাধ্য হয়ে সাবিত্রীকে বেরোতে হলো ডাক্তার ডাকতে। বরেন তখন তার গাড়ীতে করে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলো ; সে সুবিধা বুঝে সাবিত্রীকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে

গেল—তার বাগান বাড়ীতে। সেখানে যখন সে সাবিত্রীর ওপর অত্যাচার করতে যায়, তার চীৎকারে এক সি, আই, ডি, অফিসার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বরেনকে গ্রেপ্তার করে সাবিত্রীকে উদ্ধার করেন।

তারপর কি করে ভ্রাতৃ-বিরোধ দূর হলো, কি ভাবে নৃত্যগোপালের ভাঙ্গা সংসার জোড়া লাগলো—

রূপালী পর্দ্দায় দেখুন।

গান

(১)

মন দিয়ে মন ভোলাব না
গান দিয়ে মন ভোলাব
আমার সুরের ঢেউ দিয়ে গো
হৃদয় তোমার দোলাব।
জ্যোৎস্না জাগা চৈত্র রাতে
ডাকবো তোমায় কুহুর সাথে,
মোর অনুরাগের পরশ দিয়ে
দুয়ার তোমার খোলাব।
যে কথাটি বলতে গিয়ে
মোর ভীরু আঁখি লাজে নত
সেই কথাটি ফুটলো গানে
সন্ধ্যা বেলার ফুলের মত।
তোমার প্রাণে এ গান মম
জড়িয়ে দিলাম মালার সম
চেয়ে তব আঁখির পানে
মোর আঁখির প্রদীপ জ্বালাব।

তোরা কে যাবিরে মথুরাতে শ্যামকে আনিবারে
দেখি কুব্জা তারে কু-বুঝায়ে রাখতে কেমন পারে
তার মোহন বেণু দেব হাতে
কৃষ্ণচূড়া চূড়ার সাথে
তারে রাখাল বেশে করবো রাজা যমুনা কিনারে।
এই বৃন্দাবনে বসাবোরে আবার চাঁদের মেলা গো
আবার চাঁদের মেলা
আর কদমডালে দোলনা বেঁধে খেলবো ঝুলন খেলা গো
খেলবো ঝুলন খেলা।
তারে বেঁধে বনমালার ডোরে
রাধার কাছে আনবো ধরে
দেখবো এবার প্রেমের খেলায় কে জেতে কে হারে ॥

(৩)

ফিরে এলো পথ ভোলা,
চলে যাওয়া সেই দিনগুলি তাই
হৃদয়ে দিল যে দোলা ।
সেই হারানো দিনের লাগি'
স্মৃতি ছিল একা জাগি,
কত বসন্তের কত বরষায়
ছিল যে দুয়ার খোলা ।
যতদিন তুমি ছিলেনাকো মোর জীবনে
ছিল না কুসুম আলো হাসি গান ভুবনে ।
মোর মনোবন ভরি
আজ ফোটে মধু-মঞ্জরী,
সে দিনের মত হৃদয় যমুনা
হয়েছে যে উতরোলা ॥

(৪)

ভেঙ্গে গেল যদি বাসা
মিছে কেন আর মায়া
তোর সুখের আকাশে জাগে
ঝড়ের মেঘের ছায়া ।
ওরে ঘরছাড়া মুসাফির এলোরে বিদায় বেলা

কেন সাগরের কূলে
ঘর বেঁধেছিলি ভুলে
ভেসে গেল যদি সবই ভাসায়ে দে তোর ভেলা।
জীবনের যত আশা, কখনো মেটেনা হায়
আজ ফোটে যে কুসুম, কাল তাহা ঝরে যায়।
এই ভাঙ্গাগড়া লয়ে চলে নিয়তির খেলা॥

(৫)

গাঁয়ের মাটি ডাকে আমায় দেশের মাটি ডাকে
নূতনদিনের সূর্য্য যেথায় সোনার স্বপন আঁকে।
হেথা তেপান্তরের হাওয়ায় লাগে সবুজ ক্ষেতে দোল
আম-বাগানের ছায়া যেন লক্ষ্মীমায়ের কোল,
মায়ের আমার রূপ দেখে তাই স্বর্গ চেয়ে থাকে।
হেথা আমন ধানের সৌরভেতে মাতে চাষার প্রাণ
আর চাষী বৌয়ের রূপার মলে বাজে রূপের গান,
সকাল সাঁঝে পদ্ম ফোটে তমাল দিঘীর বাঁকে।
এই গাঁয়ের মাটি সে যে আমার তীর্থপথের ধূলি
এই সকল পাওয়ার দেশে গেছি সকল ব্যথা ভুলি
হেথা ভালোবেসে দেয় সে ধরা ভালোবাসি যাকে॥

বম্বে পিক্‌চার্স ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিমিটেডের

—পরবর্ত্তী আকর্ষণ—

কল্প-চিত্র-মন্দিরের প্রথম বাংলা বাণী-চিত্র

রূপালী পর্দ্দায় প্রতিভাত হ'তে মুক্তির দিন গুন্‌ছে

অন্যান্য ভূমিকায়—

প্রীতিধারা, উত্তম, হরিদাস, সত্য, লক্ষ্মী, রঞ্জিত বোস, সুশান্ত, কল্যাণী প্রভৃতি।
কাহিনী রচয়িতা **নিতাই ভট্টাচার্য্য**কেও একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে।

বি, জি, প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেডে মুদ্রিত ও অজিত সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত